কুরআনের দৃষ্টান্তমূলক কাহিনি থেকে উপদেশ

মোস্তাক আহ্‌মাদ

প্রতীক

ভূমিকা

কোরআনের দৃষ্টান্তমূলক কাহিনি আমাদেরকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের প্রেরণা জোগায়। এই সব কাহিনি আমাদের জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করার পাথেয়। তেমনি অসংখ্য কাহিনির মধ্যে একটি কাহিনির বর্ণনা এ রকম।

অনেক অনেক দিন আগের কথা। আরবের এক শহরে এক সম্প্রদায়ের লোক বাস করত। শহরটি ছিল মৃত সাগরের পাশে। শহরের লোকেরা অধিকাংশই খারাপ ছিল। মন্দ কাজে তাদের জুড়ি ছিল না। তাদের অন্যতম প্রধান অপকর্ম হলো, তারা সমকামিতায় আক্রান্ত ছিল। এটা জগতের সবচাইতে ঘৃণিত ও নিকৃষ্টতম মন্দকর্ম। এ ছাড়া তারা নানারূপ অন্যায় কাজে জড়িত ছিল। এসব লোক চুরি-ডাকাতি করত। তারা ভ্রমণকারীদের ধরে সর্বস্ব লুট করে নিত। এমনকি তারা ভ্রমণকারীদের হত্যা করত।

এসব মন্দ লোকের কাছে আল্লাহ পাক একজন নবী পাঠালেন। তাঁর নাম হজরত লুত (আ.)। তিনি আল্লাহকে ভয় করতেন। তাই তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিলেন। কিন্তু তাঁর কওমের লোকেরা নবীর কথায় কান দিত না।

হজরত লুত (আ.) আল্লাহর একজন নবী ছিলেন। তিনি হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর ভাইপো। তাঁর পিতার নাম হারান। তিনিই প্রথম চাচা ইবরাহিমের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। হজরত লুত (আ.) ইবরাহিম (আ.)-এর সাথে উর থেকে ইরাক ও সিরিয়া গমন করেন। হজরত লুত (আ.)-কে আল্লাহ জ্ঞান ও ন্যায়বিচারের মহিমা দিয়ে ধন্য করেছিলেন।

আল্লাহ পাক হজরত লুত (আ.)-কে মৃতসাগরের নিকট জর্দানের সোডাম এবং গোমোরাহ শহরে যাওয়ার আদেশ দেন। এখানকার লোকেরা প্রকৃতিবিরোধী লজ্জাজনক অপরাধে জড়িত ছিল। লুত (আ.) তাদের অপরাধ থেকে সরে এসে আল্লাহর পথে চলার আহ্বান জানান। কিন্তু লোকেরা তাঁর কথা শুনতে চাইল না, বরং তারা নবীকে তাদের ওপর আজাব এনে পরীক্ষা

করার জন্য স্পর্ধা দেখাল। এসব লোকের অপরাধ এতটাই বেড়ে গেল যে তারা আল্লাহর কথা অমান্য করে মানুষের সামনে খোলাখুলি, এমনকি বিভিন্ন সমাবেশে উন্মুক্তভাবে অপরাধ করতে লাগল। লোকদের অপরাধপ্রবণতা সব সীমা ছাড়িয়ে গেল।

একদিন সুদর্শন যুবকের বেশে দুজন ফেরেশতা লুত (আ.)-এর লোকদের পরীক্ষা করার জন্য তাদের সামনে উপস্থিত হলেন। এটা দেখে লোকেরা লুত (আ.)-এর বাড়িতে আক্রমণ চালাল এবং যুবকদের তাদের কাছে সমর্পণ করার জন্য চাপ দিল। লুত (আ.) লোকদের এ ধরনের কাজ থেকে বারণ করতে চাইলেন। কিন্তু লোকেরা তা মানল না। এই সময় লুত (আ.) অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে গেলেন এবং আল্লাহর সাহায্য চাইলেন। এবার ফেরেশতারা তাঁদের আসল পরিচয় প্রকাশ করলেন এবং সকাল হওয়ার আগেই বিশ্বাসী লোকদের এই এলাকা ত্যাগ করার জন্য বললেন। লুত (আ.) তাঁর পরিবারের লোকসহ সত্যবাদী লোকদের নিয়ে এলাকা ছেড়ে চলে গেলেন। তবে তিনি তাঁর স্ত্রী হালসাকাকে রেখে গেলেন।

কারণ, সে নবীর অনুগত ছিল না, বরং সে ছিল অপরাধী লোকদের সমর্থক। পরের দিন প্রচণ্ড ঝড় শুরু হলো এবং তার সাথে নিক্ষিপ্ত হতে থাকল পাথর। ফলে সোডম এবং গোমোরাহ শহর দুটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো। মৃতসাগরের পূর্ব পারে অবস্থিত উল্লিখিত শহর দুটি সালফিউরাস লবণ দ্বারা আবৃত, যা কোনো প্রাণী ও উদ্ভিদ জন্মানোর অনুপযোগী। মৃতসাগরেও কোনো প্রাণীর অস্তিত্ব নেই। এই এলাকাটি এখন লুত জাতির লোকদের মহাপাপের চিহ্ন বহন করে চলছে। জর্দানে এখনো ডেড সি বা মৃতসাগর নামের সেউ ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরী কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে লোকজন সেখানে বেড়াতে যায়। তারা নিজ চোখে দেখে আসে লুত নবীর উম্মতের অবাধ্যতা ও অপকর্মের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদের চিহ্ন।

সূত্র : আল কোরআন : সুরা আনফাল : ৮৬, আল-আ'রাফ : ৮০-৮৪, হুদ : ৭৩-৮৩, আল-হিজর : ৭-৭৭, আল-আম্বিয়া : ৭৪, ৭৫, আশ-শুয়ারা : ১৬০-১৭৫, আন-নমল : ৫৪-৫৮, আল-আনকাবুত : ২৬, ২৮-৩৫, আস-সাফফাত : ১৩৩-১৩৮, আল-জারিয়াত : ৩১-৩৭, আন-নাজম : ৫৪, আল-কামার : ৩৩-৩৯।

এ রকম অসংখ্য কাহিনি কোরআনে বর্ণিত হয়েছে। এই গ্রন্থে সেসব কাহিনির বিবরণ, শিক্ষা ও পরিণতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সব ধরনের পাঠকের কাছে বইটি শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

–মোস্তাক আহ্‌মাদ

সূচি

সামুদ জাতির কাহিনি ও উপদেশ ১৩
মুসা নবী ও ফেরাউনের কাহিনি ২১
কৃপণ কারুন ও মুসা নবীর কাহিনি ৫৮
কোরআনে নুহ নবীর কিস্তি তৈরির কাহিনি ৬৪
ইউনুস নবী ও তিমি মাছের কাহিনি ৬৮
মারইয়াম (আ.) ও ঈসা নবীর কাহিনি ৭২
ইউসুফ নবীর কাহিনি ও উপদেশ ৮০
কওমে লুতের কাহিনি ও নীতিশিক্ষা ৯৫
বাদশা জুলকারনাইনের কাহিনি ও শিক্ষা ১০৩
মুসা নবী ও খিজিরের কাহিনি ১০৬
বাদশা শাদ্দাদের বেহেশত নির্মাণ ও হুদ নবীর কাহিনি ১১৩
ইবরাহিম নবী ও নমরুদের কাহিনি ১২৫
আদম নবীর কাহিনি ও উপদেশ ১৩৭

কুরআনের দৃষ্টান্তমূলক কাহিনি থেকে উপদেশ

সামুদ জাতির কাহিনি ও উপদেশ

হাজার হাজার বছর আগের কথা। তখন আরবে সামুদ জাতির লোকেরা বাস করত। তারা ছিল স্থাপত্যশিল্পে পারদর্শী। দালান নির্মাণ ও প্রাসাদ তৈরিতে তাদের সুখ্যাতি ছিল দুনিয়াজোড়া। তারা অনেক শহর নির্মাণ করেছিল। এসব শহরের কিছু ছিল সমতল ভূমিতে আর কিছু ছিল পাহাড়ের শীর্ষদেশে।

তারা সমতল ভূমিতে বহু দালানকোঠা নির্মাণ করল। এগুলো ছিল অনিন্দ্যসুন্দর। পাহাড়ের শীর্ষেও তারা দালান নির্মাণ করল। এসব দালান ছিল আরও বেশি মনোরম। অনেক দূর দেশের অসংখ্য লোক এসব মনোহর দালান দেখতে আরবে আগমন করত।

বাইরের লোকেরা এসব দালানকোঠা দেখে বিস্মিত হতো। আনন্দে তাদের চোখ জুড়িয়ে যেত। এতে সামুদ জাতির লোকেরা গর্ববোধ করত। সামুদ জাতির লোকেরা আরও অহংকারী হয়ে উঠল। তাদের নৈতিক চরিত্র দুর্বল হয়ে পড়ল।

মহান আল্লাহ পাক তাদেরকে প্রচুর নাজ-নেয়ামত দান করেছিলেন। তাই আল্লাহ তাদের উদ্দেশ করে বলেন, 'তোমরা তার সমতল ভূমিতে প্রাসাদ নির্মাণ করছ এবং পাহাড় কেটে কেটে বাড়ি বানাচ্ছ। সুতরাং তোমরা আল্লাহর নিয়ামতসমূহকে স্মরণ করো।'

সূত্র : আল কোরআন : সুরা আল-আরাফ, আয়াত ৭৪

সামুদ জাতির হেদায়াতের জন্য আল্লাহ একজন নবী পাঠালেন। তাঁর নাম হজরত সালেহ (আ.)। তিনি সামুদ জাতির মধ্যকার লোক ছিলেন। সালেহ (আ.) দেখতে পেলেন তাঁর জাতির লোকেরা ভুল পথে চলছে। তারা আল্লাহকে মানছে না। তাই তিনি লোকদেরকে বললেন, 'তোমরা কি মনে করো যে তোমাদের এসব বাগান, শস্যক্ষেত্র, ফলের গাছ ইত্যাদি চিরদিন থাকবে?

তোমরা যে ঘরবাড়ি নিয়ে গর্ব করো, তাতে কি তোমরা নিরাপদে থাকতে পারবে? তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমাকে মেনে চলো।'

সালেহ (আ.)-এর কথার জবাবে লোকেরা বলল, 'নিশ্চয় তুমি একজন জাদুকর। তুমি তো আমাদের মতোই একজন মানুষ। তুমি যে সত্য বলছ, তার কী প্রমাণ আছে? যদি থাকে, তাহলে সে রকম কোনো নিদর্শন তুমি আমাদেরকে দেখাও।'

তাদেরকে নিদর্শন দেখাবার জন্য হজরত সালেহ (আ.) আল্লাহর পক্ষ থেকে এক উষ্ট্রী উপস্থিত করলেন, 'আর হে আমার জাতি! এটি আল্লাহর উষ্ট্রী, তোমাকের জন্য নিদর্শনস্বরূপ। তাই তোমরা একে ছেড়ে দাও। সে আল্লাহর জমিনে (বিচরণ করবে) খাবে এবং কোনোরূপ মন্দভাবে স্পর্শ কোরো না। তাহলে তোমাদেরকে আশু আজাব পাকড়াও করবে।'

সূত্র : আল কোরআন : সুরা হুদ, আয়াত ৬৪

আল্লাহ সামুদ জাতির লোকদের পরীক্ষা করতে মনস্থ করেছিলেন। তাই আল্লাহ তাদের কাছে নিদর্শনস্বরূপ একটি সুন্দর উষ্ট্রী পাঠানো হলো। সালেহ (আ.) বললেন, 'তোমরা এই উষ্ট্রীর প্রতি সদয় থাকবে। উষ্ট্রী স্বাধীনভাবে মাঠে-ময়দানে বিচরণ করবে। তোমরা একে ঠাণ্ডা পানীয় ও সতেজ ঘাস খেতে দেবে।

হে আমাদের রব! আমরা যদি ভুলে যাই, অথবা ভুল করি, তাহলে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের রব! আমাদের ওপর কোনো বোঝা চাপিয়ে দেবেন না। যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন। হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বোঝা বহন করাবেন না, যা বহনের সামর্থ্য আমাদের নেই। আর আপনি আমাদেরকে মার্জনা করুন এবং আমাদের ক্ষমা করুন। আর আমাদেরকে দয়া করুন। আপনি আমাদের অভিভাবক। অতএব, আপনি কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।'

সূত্র : আল কোরআন : সুরা আল-বাকারা, আয়াত ২৮৬

সামুদ জাতির লোকেরা ছিল খুবই চালাক ও নিচু মনের। তাদের অনেক কূপ ছিল। তাতে কি? অন্য লোকের পশুকে তারা এসব কূপ থেকে পানি পান করতে দিত না। তাদের ছিল অনেক বড় বড় মাঠ। এতে জন্মাত প্রচুর ঘাস। তবে অন্যরা এসব মাঠে মেষ চরাতে পারত না। এভাবে সামুদ জাতির লোকেরা ঈর্ষা ও অহংকারে ডুবে গেল। তারা বিপথে পরিচালিত হতে লাগল।

তারা হজরত সালেহ (আ.)-এর কথা শুনল না। তাঁর নির্দেশনা তারা উপেক্ষা করল। একদিন তারা উষ্ট্রীকে আঘাত করল। ফলে উষ্ট্রী মারা পড়ল। উষ্ট্রীকে হত্যা করেই তারা ক্ষান্ত হলো না। বরং তারা আল্লাহর নবীর সাথে খারাপ ব্যবহার করল। সামুদ জাতির লোকেরা নবীকে দেশ থেকে বের করে দিতে চাইল। এমনকি তারা সালেহ (আ.)-কে হত্যা করার পরিকল্পনা করল।

সামুদ জাতির যারা নবী সালেহ (আ.)-এর প্রতি ঈমান এনেছিল, তাদেরকে তারা উপহাস করত। আল্লাহ কোরআনে বলেন, 'যারা অহংকার করেছিল তারা বলল, নিশ্চয় তোমরা যার প্রতি ঈমান এনেছ, আমরা তার প্রতি অস্বীকারকারী।'

সূত্র : আল কোরআন : সুরা আল-আরাফ, আয়াত ৭৬

হে আমাদের রব! আপনি হেদায়াত দেওয়ার পর আমাদের অন্তরসমূহ বক্র করবেন না। এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের রহমত দান করুন। নিশ্চয় আপনি মহাদাতা। হে আমাদের রব! নিশ্চয় আপনি মানুষকে সমবেত করবেন এমন একদিন, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।

সূত্র : আল কোরআন : সুরা আলে-ইমরান, আয়াত ৮-৯

আল্লাহ সামুদ জাতির ওপর বেশ রাগান্বিত হলেন। এখন তাদের ওপর শাস্তি আসার পালা। আল্লাহ সামুদ জাতির ওপর ভূমিকম্প চাপিয়ে দিলেন। ফলে তাদের বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে গেল। সামুদ সম্প্রদায়ের লোকেরা মারা পড়ল। আর বিশ্বাসী লোকেরা বেঁচে গেল।

এভাবেই মহান আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করেন। তিনি খারাপ লোকদের শায়েস্তা করেন। আর ভালো লোকদেরকে সাহায্য করেন। তাদেরকে সকল আপদ-বিপদ ও মুসিবত থেকে রক্ষা করেন।

হে আমারে রব! তুমি আমাদের থেকে জাহান্নামের আজাব ফিরিয়ে নাও। নিশ্চয় এর আজাব হলো অবিচ্ছিন্ন। নিশ্চয় তা অবস্থানস্থল ও আবাসস্থল হিসেবে নিকৃষ্ট।

সূত্র : আল কোরআন : সুরা আল-ফুরকান, আয়াত ৬৫-৬৬

কোরআনে সামুদ সম্প্রদায়

আল কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় সামুদ নামটি উল্লেখ করা হয়েছে। 'সামুদ' একটি সম্প্রদায়ের নাম। তারা আরবের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বাস করত। এই

এলাকাটি বর্তমানে 'মাদাইনে সালেহ' নামে পরিচিত। সামুদ জাতির ধ্বংসাবশেষ এই মাদাইন সালেহতে এখনো দেখতে পাওয়া যায়। সামুদ জাতির লোকেরা ছিল ধনী ও উন্নত। তাদের সভ্যতায় মিসর, সিরিয়া, গ্রিক ও রোমান সভ্যতার নিদর্শন দেখা যায়। তারা নিজেদের নিয়ে বেশ গর্ব করত এবং আল্লাহকে মানত না। সামুদ জাতির লোকেরা 'লাত' নামক প্রভুর আরাধনা করত। গরিব ও অসহায় মানুষের প্রতি তারা ছিল নির্দয়। আল্লাহর দেওয়া পানি এবং ঘাসক্ষেত্রকে ব্যবহারের সুযোগ তারা গরিব মানুষকে দিত না। আল্লাহ এদের হেদায়াতের জন্য হজরত সালেহ (আ.)-কে পাঠান। কিন্তু সামুদ সম্প্রদায়ের লোকেরা সালেহ (আ.)-কে মানল না। তিনি আল্লাহপ্রদত্ত একটি উষ্ট্রীকে সামুদ সম্প্রদায়ের কাছে পাঠালেন এবং তাকে পানি পান করার সুযোগ দিতে বললেন। কিন্তু লোকেরা তাঁর কথা শুনল না, বরং উষ্ট্রীকে তারা হত্যা করল। সামুদ জাতির লোকদের এহেন অপরাধের জন্য আল্লাহ তাদের ওর আজাব নাজিল করলেন এবং ভূমিকম্প দিয়ে সামুদ কওমকে ধ্বংস করলেন।

সূত্র : আল কোরআন : সুরা আল-আ'রাফ ৭৩-৭৯, হুদ : ৬১-৬৮, আল-ফুরকান : ৩৮, আল-শুয়ারা : ১৪২-১৫৯, আল-নমল : ৪৫-৫৩, আল-আনকাবুত : ৩৮, ফুসসিলাত : ১৭, আল-জারিয়াত : ৪৩-৪৫, আল-ক্বামার : ২৩-৩১, আল-হাক্কা : ৪-৮, আল-বুরুজ : ১৭-২০, আল-ফজর : ৯-১৪, আশ-শামস : ১১-১৫।

তুব্বা

আল কোরআনে তুব্বার মানুষের কথা দুবার বলা হয়েছে। মনে করা হয় যে ইয়েমেনের হিমায়রা রাজার হামাদান সম্প্রদায়ের পারিবারিক পদবি তুব্বা। হিমায়রা প্রাচীন একটি জাত। ইয়েমেনের যেসব রাজার শাসন সাবা থেকে হাজরামাউত এবং হিমায়রা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হতো, তাদের এই পদবি দেওয়া হতো। কোরআনে বর্ণিত ব্যক্তি তুব্বা ছিলেন বিশ্বাসী, কিন্তু তুব্বার জনগণ ছিল বিপথগামী এবং তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। তাদের পূর্বেকার ধর্ম ছিল সাবিয়ানিজম। অর্থাৎ তারা স্বর্গীয় ব্যক্তিদের আরাধনা করত। তারপর বিভিন্ন সময়ে তারা ইহুদি এবং খ্রিষ্টধর্ম পালন করত। মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) নয় থেকে দশম হিজরি সালের মধ্যে বিভিন্ন সময় তুব্বার লোকের কাছে অনেক দূত পাঠান। এমন একটি দূত ইয়েমেনের হিমায়রা সম্প্রদায়ের কাছে পাঠানো হলে তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

সূত্র : আল কোরআন : সুরা আদ-দুখান : ৩৭, কাফ : ১৪

তালুত

একসময় ফিলিস্তিন, আমালেকা, এমোরেটিজ এবং অন্যান্য গোত্রের আক্রমণে বনি ইসরাইলিদের মধ্যে অস্থিরতা বিরাজ করছিল। তখন লোকেরা হজরত সামভিল (আ.)-কে তাদের রাজন্য একজন রাজা নিয়োগ দেওয়ার অনুরোধ করল, যিনি তাদের ঐক্যবদ্ধ করে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করবেন। বনি ইসরাইলিদের বারবার অনুরোধে সামভিল (আ.) আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন এবং আল্লা তালুত নামক সুদর্শন এক ব্যক্তিকে বাদশা নিয়োগ করলেন। তালুত এক গরিব আলেম ছিলেন। তিনি ক্ষুদ্র বেনজামিন গোত্রের লোক ছিলেন।

ফলে বনি ইসরাইলিরা হিংসা ও ঈর্ষায় জ্বলে উঠল। তারা প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল এবং সামভিল (আ.)-এর কাছে এ জন্য আপত্তি উত্থাপন করল। তারা ধনী লোককে তাদের বাদশা হিসেবে পেতে চায়। কিন্তু সামভিল (আ.) জবাবে বললেন, 'তালুতকে আল্লাহর নির্দেশে বাদশা নিযুক্ত করা হয়েছে এবং তাঁকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও শারীরিক যোগ্যতা দান করা হয়েছে।' তারপরও বনি ইসরাইলিরা তালুতকে মানতে চাইল না। বনি ইসরাইলিরা শর্ত দিল যে তালুতকে যেহেতু আল্লাহ তাআলা নিযুক্ত করেছেন, তাহলে এমন কোনো নিদর্শন পেশ করুন, যাতে আমরা বুঝতে পারি যে তিনি আল্লাহর তরফ থেকে নিযুক্ত। সামভিল (আ.) তা মেনে নিলেন। তিনি বললেন, তাওরাতসহ হজরত মুসা (আ.) ও হারুন (আ.)-এর পরিত্যক্ত বরকতময় জিনিস যে পবিত্র সিন্দুকে রক্ষিত আছে, তালুতের সময় তোমরা তা পুনরায় ফেরত পাবে। তোমাদের চোখের সামনে ফেরেশতারা তা বহন করে তোমাদের কাছে নিয়ে আসবেন। সিন্দুক বনি ইসরাইলিদের কাছে পৌঁছার পর বনি ইসরাইলিরা তালুতের অনুগত হলো। এদিকে ফিলিস্তিনিরা বনি ইসরাইলিদের ওপর অত্যাচার চালানোর কারণে তালুত এক বিশাল বাহিনী তৈরি করলেন। তিনি ফিলিস্তিনের সাথে যুদ্ধ করার জন্য রওনা হলেন। ফিলিস্তিনের সামরিক কমান্ডার ছিল জালুত। সে ছিল খুবই অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর। তবে তালুতের সেনারা সুশৃঙ্খল ছিল না। তালুত তাদেরকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। তাই তিনি তাঁর সেনাদের পরীক্ষা করতে চাইলেন। চলার পথে জর্দান নদী সামনে পড়ল। এ সময় সৈন্যরা প্রচণ্ড পিপাসার্ত হয়ে পড়ল। যারা পিপাসা নিবারণ করার জন্য পানি পান না করে ধৈর্য ধারণ করল, তারাই তালুতের সাথে টিকে গেল। আশি হাজার সেনার মধ্যে এই সংখ্যা ছিল মাত্র ৩০০। তালুত এই কম পরিমাণ সৈন্য নিয়েই জালুতের বিশাল সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করলেন। তালুতের